দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 13 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম ৮

7

মেডিকেল কলেজগুলিতে অধ্যাপকের অভাব প্রকট

॥ নাজমুল হাসান ॥

দেশের অধিকাংশ মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক-চিকিৎসকের অভাব প্রকট। কোন কোন কলেজে অনেক বিভাগে কোন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকই নাই। দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজের প্রতিটিতে ছাত্রসংখ্যা সমান হইলেও ঢাকা-চট্টগ্রামের তুলনায় অন্য মেডিকেল কলেজগুলিতে অধ্যাপকের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক।

রংপুর ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজে নেফ্রোলজি, গ্যাসট্রো-এন্ট্রোরোলজী ও নিউরো সার্জারীর কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নাই। অন্যদিকে কেবল ঢাকা শহরের ২টি সরকারী হাসপাতালে নেফ্রোলজির ৪ জন বিশেষজ্ঞ, নিউরো সার্জারীর ৩ জন বিশেষজ্ঞ এবং গ্যাসট্রো-এন্ট্রোরোলজীর ৪ জন বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন। ফলে উপরোক্ত এলাকার বাসিন্দারা কিডনী ও মূত্রাশয় সংক্রান্ত রোগ, আলসার, পেপটিক আলসার ইত্যাদিসহ পাকস্থলীর রোগ এবং স্নায়ু সংক্রান্ত রোগের সুচিকিৎসা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

মেডিক্যাল কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

হইতেছে শিক্ষার্থীরাও। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২৮ জন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে ১৬ জন ও চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ২১ জন অধ্যাপক রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সমান হইলেও ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ ও সিলেট মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকের সংখ্যা ১২। রংপুর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক রহিয়াছেন ১১ জন। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও বরিশালের শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৬ ও ১৪।

ঢাকায় প্রাইভেট প্রাকটিসের সুযোগ বেশী ও প্রাইভেট ক্লিনিকে কাজ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা যায় অধ্যাপকদের ঢাকা ত্যাগে অনীহার ইহাও অন্যতম কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন।

এমনও অভিযোগ রহিয়াছে, হাসপাতালে রোগী ভর্তি হয়, ডিসচার্জ হইয়া চলিয়া যায়—কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই অধ্যাপকরা রোগীদের কোন খবরই রাখেন না। অপারেশনের পরের রাতে সংশ্লিষ্ট রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সিনিয়র চিকিৎসকদের হাজির থাকার নিয়ম থাকিলেও অনেকক্ষেত্রে তাহারা থাকেন না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের হাসপাতালে অল্প সময় অবস্থানের অভিযোগ সম্পর্কে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের বক্তব্য জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, এই অভিযোগ সঠিক নহে। তাহারা অফিস চলাকালে যথারীতি হাসপাতালে হাজির থাকেন। তবে প্লাষ্টিক সার্জারীর ইউনিটটিই এখনো ঠিকমত চালু করা যায় নাই। প্রফেসররা ৫ ভাগের বেশী অপারেশন করেন না—এই অভিযোগও সঠিক নহে।